সুসন্তান গড়ার দিকদর্শন

সিরিজ ৬

চরিত্রের সৌরভ



আমজাদ হুসাইন ভুঁইয়া

amzadinsight

সুসন্তান গড়ার দিকদর্শন · সিরিজ ৬

চরিত্রের সৌরভ

সন্তানের সুন্দর চরিত্র গড়ার পথ ও পাথেয়

মা-বাবা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য

আমজাদ হুসাইন ভুঁইয়া

amzadinsight

www.amzadinsight.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬

প্রথম পর্ব: চরিত্রের ভিত

ঈমান থেকে চরিত্র ১০

নবিজির নির্দেশনা, মা-বাবার দায় ১৪

মিথ্যার ছোট্ট বীজ ১৮

প্রথম চুরির ডিম ২২

মুখের ভাষা, মনের আয়না ২৬

দ্বিতীয় পর্ব: স্রোতের বিপরীতে

অন্ধ অনুকরণের স্রোত ৩২

বিলাসিতা আর সুরের ফাঁদ ৩৬

পুরুষের সাজ, নারীর সাজ ৪০

পর্দা, দৃষ্টি আর মেলামেশা ৪২

অবহেলার মাশুল ৫০

সুন্দর চরিত্রের মুকুট ৫৪

শেষ কথা ৫৭

পাঠকের প্রতি ৫৯

ভূমিকা

গ্রামের বাড়ির উঠোনে একটা গন্ধরাজ গাছ ছিল। সন্ধ্যা নামলে তার সুবাস পুরো বাড়ি ছাপিয়ে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে যেত। পথচারীরা থেমে যেত, জিজ্ঞেস করত, "এত সুন্দর গন্ধ কোথা থেকে আসছে?" ফুলটা হয়তো তারা দেখতে পেত না, কিন্তু তার সুবাস ঠিকই টের পেত।

সুন্দর চরিত্রের মানুষও এমন। তাকে না চিনলেও তার আচরণের সুবাস চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ বলে, "ছেলেটা কী ভদ্র!", "মেয়েটা কত বিনয়ী!", "কোন পরিবারের সন্তান?" আর সেই মুহূর্তে মা-বাবার নাম উজ্জ্বল হয়, তাঁদের জন্য দোয়া আসে।

কিন্তু এই সুবাস হঠাৎ তৈরি হয় না। গন্ধরাজ গাছকে যেমন বছরের পর বছর পানি দিতে হয়, আগাছা পরিষ্কার করতে হয়, তেমনি সন্তানের চরিত্রও গড়ে ওঠে শৈশব থেকে প্রতিদিনের যত্নে: সত্য বলার শিক্ষায়, আমানত রক্ষার অভ্যাসে, সুন্দর ভাষায় আর মন্দ থেকে দূরে থাকার প্রশিক্ষণে।

বইটি "সুসন্তান গড়ার দিকদর্শন" সিরিজের ষষ্ঠ বই। আগের বইয়ে আমরা দেখেছি, সন্তানের হৃদয়ে ঈমানের বীজ কীভাবে বুনতে হয়। এবার দেখব, সেই বীজ থেকে কীভাবে চরিত্রের ফুল ফোটে। প্রথম পর্বে আছে চরিত্রের ভিত আর মিথ্যা, চুরি ও গালির মতো তিনটি বড় ব্যাধির প্রতিকার। দ্বিতীয় পর্বে আছে চতুর্থ ব্যাধি: অন্ধ অনুকরণ, বিলাসিতা, অশালীনতা আর লাগামহীনতার স্রোত, আর তার বিপরীতে দাঁড়ানোর পথ।

এই সিরিজের চিন্তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান রহিমাহুল্লাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ «তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম»-এর আলোকে। তবে এটি সেই বইয়ের অনুবাদ নয়। আলোচনা সাজানো হয়েছে নিজের মতো করে, আজকের বাংলাদেশি পরিবারের বাস্তবতা মাথায় রেখে। তাই এই বইয়ের উপস্থাপনা,

ব্যাখ্যা আর সমকালীন সংযোজনের সব দায় সম্পূর্ণভাবে বর্তমান লেখকের, মূল গ্রন্থের সম্মানিত লেখকের নয়।

আমজাদ হুসাইন ভুঁইয়া

amzadinsight

প্রথম পর্ব

চরিত্রের ভিত

ঈমান আর চরিত্রের সম্পর্ক, নবিজি ﷺ-এর নির্দেশনা, আর মিথ্যা,
চুরি ও কটু ভাষার প্রতিকার

amzadinsight

amzadinsight

১

অধ্যায়

ঈমান থেকে চরিত্র

> *চরিত্র গাছের ফুল হলে ঈমান তার শিকড়। শিকড় ছাড়া ফুল ফোটে না, ফুটলেও টেকে না।*

চারিত্রিক শিক্ষা বলতে বোঝায় আচরণগত আর অনুভূতিগত সেই সব নৈতিক মূলনীতি আর গুণাবলি, যা শিশুকে ভালোমন্দ বোঝার বয়স থেকে শিখতে হবে, অর্জন করতে হবে আর অভ্যাসে পরিণত করতে হবে, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, আর ধীরে ধীরে যৌবনে পৌঁছে জীবনের সমুদ্রে নামে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই, চারিত্রিক, আচরণগত আর অনুভূতিগত গুণাবলি হলো দৃঢ় ঈমান আর সঠিক দ্বীনি শিক্ষার ফল। শিশু যখন শৈশব থেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে বড় হয়, তাঁকে ভয় করতে, তাঁর নজরদারি অনুভব করতে, তাঁর ওপর ভরসা করতে, তাঁর সাহায্য চাইতে আর তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখে, তখন তার মধ্যে যে কোনো মহৎ গুণ গ্রহণ করার স্বভাবজাত ক্ষমতা তৈরি হয়। সে সুন্দর চরিত্রে অভ্যস্ত হয়। কারণ তার বিবেকের গভীরে প্রোথিত দ্বীনি অনুভূতি, হৃদয়ে গেঁথে থাকা আল্লাহর নজরদারি আর মনের গভীরে থাকা আত্মসমালোচনা তার আর মন্দ স্বভাব, নিন্দনীয় অভ্যাস আর মূর্খতার রীতির মধ্যে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। বরং কল্যাণের প্রতি তার আকর্ষণ একসময় অভ্যাসে পরিণত হয়, আর মহৎ গুণ তার স্বভাবের মৌলিক অংশ হয়ে যায়।

বহু ধার্মিক মা-বাবা আর শিক্ষক তাঁদের সন্তান আর ছাত্রদের সঙ্গে এই পদ্ধতির যে সফল বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা-ই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আগের বইয়ে আমরা দেখেছি, মুহাম্মদ ইবনে সাওয়ার তাঁর ভাগনে সাহল তুসতারিকে কীভাবে গড়ে তুলেছিলেন। মামা যখন তাঁকে প্রকাশ্যে-গোপনে, একাকী-সবার মাঝে "আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, আল্লাহ আমার সাক্ষী" এই অনুভূতিতে অভ্যস্ত করলেন, তখন তাঁর অন্তর আর চরিত্র কতটা শুদ্ধ হয়েছিল।

ঈমানহীন প্রতিপালনের চার পরিণতি

শিশুর প্রতিপালন যখন ইসলামি আকিদা থেকে দূরে হয়, দ্বীনি দিকনির্দেশনা আর আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়, তখন নিঃসন্দেহে সে পাপ আর বিপথে, গোমরাহি আর নাস্তিকতায় বড় হয়। বরং সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, নফসের মন্দ প্ররোচনা আর শয়তানের কুমন্ত্রণার পেছনে চলে, তার মেজাজ আর প্রবৃত্তি অনুযায়ী:

শান্ত-নিস্তেজ মেজাজের হলে সে জীবনে উদাসীন আর নির্বোধের মতো বাঁচে। জীবিত থেকেও মৃত, উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত। কেউ তার অভাব অনুভব করে না, আর সে মরে গেলেও কারও জন্য কোনো শূন্যতা রেখে যায় না। আল্লাহ সেই কবির ওপর রহম করুন, যিনি বলেছেন: সে এমন মানুষ, বেঁচে থাকলে কেউ তার কাছ থেকে উপকার পায় না, আর মরে গেলে তার আত্মীয়রাও কাঁদে না।

পশুসুলভ দিক প্রবল হলে সে প্রবৃত্তি আর ভোগের পেছনে ছোটে, তার জন্য প্রতিটি হারামে ঢুকে পড়ে, প্রতিটি পথে হাঁটে। তার কোনো লজ্জা থাকে না যা তাকে থামায়, কোনো বিবেক থাকে না যা তাকে বাধা দেয়। তার দর্শন হয়ে যায় সেই কবির কথা: দুনিয়া মানে খাবার, পানীয় আর আড্ডা; এগুলো যখন ছুটে গেল, তখন দুনিয়াকে বিদায়।

উদ্ধত মেজাজের হলে তার লক্ষ্য হয় পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব, মানুষের ওপর অহংকার, ক্ষমতা দেখানো, মানুষের ঘাড়ে চেপে বসা, মুখে বড়াই আর কাজে প্রতারণা। এই পথে মানুষের মাথার খুলি দিয়ে প্রাসাদ গড়লেও তার কিছু যায় আসে না, আর নিরপরাধের

পুরো বইটি পড়তে চান?

এই অংশে আপনি পড়লেন বইয়ের শুরুটুকু। সামনে আছে মিথ্যা, চুরি আর গালির প্রতিকার, অন্ধ অনুকরণ, বিলাসিতা, পোশাক, পর্দা, দৃষ্টির হেফাজত আর সুন্দর চরিত্রের নবিজি ﷺ-এর শিক্ষা।

amzadinsight

www.amzadinsight.com